তারিখ ... 15 ... পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ...

যায়যায়দিন

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সমস্যা ও সম্ভাবনা

সতীর্থ রহমান

হালআমলে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বহুমাত্রিক সমস্যায় জর্জরিত। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ধুলোবালি মাখা শরীর আর ময়লা ছেঁড়া পোশাক পরে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসে। কেউ কেউ স্কুলে আসে খালি পায়ে। নিয়ম-শৃঙ্খলা কি ওরা বুঝে না। স্কুল নিয়মিত মনিটরিং হয় না। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তারা ঠিকমতো স্কুল পরিদর্শনে আসেন না। শিক্ষক স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব, অবাধ তথ্য প্রবাহের ঘাটতি, শিক্ষকদের উদাসীনতা, অজ্ঞতা ও আন্তরিকতার অভাব, প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতি প্রভৃতি কারণে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য অর্ধশত প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করার বিধান চালু রয়েছে। কিছুদিন আগে এ সংখ্যা ছিল ৫৩টি। বর্তমানে কাটছাঁট করে ৩টি কমিয়ে ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো অস্পষ্ট, জটিল, পুনরাবৃত্তি এবং দুর্বোধ্য হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারেনা। প্রান্তিক যোগ্যতার ভাবভাষা হওয়া উচিত সহজ-সরল, সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট এবং হৃদয়গ্রাহী। অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো যেন শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং কল্পনা শক্তিকে জাগ্রত করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে পরিকল্পিতভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়নি। জোড়াতালি দিয়ে তৈরি প্রান্তিক যোগ্যতা পড়াতে গেলে শিক্ষককে একাধিক বই ঘাঁটতে হয়। প্রান্তিক যোগ্যতার কোনো কোনোটি প্রথম শ্রেণীতে শুরু হয়ে পঞ্চম শ্রেণী অবধি অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রেণীভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হলে শিক্ষার্থীরা সহজে তা আত্মস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থীরা কোন শ্রেণীতে কতটি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করবে সে সম্পর্কে সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়ে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। পাঠ্যপুস্তকে প্রান্তিক যোগ্যতার কথা সরাসরি উল্লেখ না থাকায় প্রশিক্ষক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান। পাঠ্যপুস্তকের শুরুতে কিংবা শেষে শ্রেণীভিত্তিক অর্জন উপযোগী প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো সংযোজন করা দরকার। পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতার স্বতন্ত্র পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার সরবরাহ করা যেতে পারে। শিক্ষাজীবনের শুরুতে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের হাতে ওই পুস্তিকা ধরিয়ে দিতে হবে। আমার এক বছরের শিক্ষকতা জীবনে প্রান্তিক যোগ্যতার কথা শুনেছি মাত্র। কিন্তু এসব প্রয়োগের কোনো আয়োজন চোখে পড়েনি। অদক্ষ আনাড়ি শিক্ষক, পরিকল্পনাহীন পাঠ্যপুস্তক এবং প্রায়োগিক শিক্ষার অভাবে প্রান্তিক যোগ্যতা এখন কথার কথায় পরিণত হয়েছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা উচিত। প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উন্নত কারিকুলাম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

নানা অনিয়ম অনাচার লক্ষ্য করা যায়। সকল শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে অসুবিধাভোগী শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবনের শুরুতে চরম বঞ্চনার শিকার হয়। দেখা গেছে, উপবৃত্তির টাকা না পেয়ে কিছু কিছু শিক্ষার্থী স্কুলে আসাই ছেড়ে দেয়। সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের কেউবা উপবৃত্তির আশায় অন্য ক্যাচমেন্ট এলাকার স্কুলে ভর্তির চেষ্টা চালায়। উপবৃত্তির টাকা না পেলে অনেক সময় বঞ্চিত অভিভাবকরা স্কুলের শিক্ষকদের গালিগালাজ করে থাকেন। উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের ঘটনা অনেক সময় পত্রিকান্তরে জানা যায়। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, উপবৃত্তির টাকা দিয়ে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা কিস্তির টাকা পরিশোধ করে আর শহরের শিক্ষার্থীরা খায় ফাস্ট ফুড।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উপবৃত্তির বদলে 'স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম' চালু করা প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরের সবার জন্য স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম চালু হলে শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীর আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে যাবে। খাওয়ার আকর্ষণে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা স্কুল গমনে তাগিদ অনুভব করবে। অনুপস্থিতির হার কমে যাবে। স্কুলে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসম্মত বিভিন্ন খাবার যেমন শুকনা ও রান্না করা খাবার, ফাস্ট ফুড, মৌসুমী ফলমূল প্রভৃতি সরবরাহ করা গেলে শিক্ষার্থীরা সুস্থ, সবল ও প্রতিভাবান হয়ে গড়ে উঠবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে জরুরি ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেগুলো সমাধানের জন্য সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটি, এনজিও, সিভিল সোসাইটিসহ আপামর জনসাধারণকে এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা উন্নয়নের বাহন। শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষ উন্নয়নমনস্ক হয়। বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আমাদের সকলকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে হবে। আসুন, আমরা সকলে মিলে সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণে এগিয়ে আসি।

সুপারিশমালা

৭

P.T.O